SHANKH

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED

MATERIAL

শাঁখ

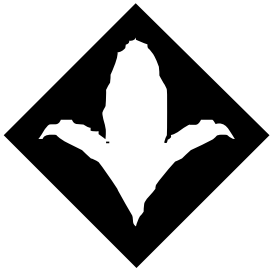

গার্গী ভট্টাচার্য

।।। শিল্পী অশেষ-কে ।।।

http://coolfunnyquotes.com

If my life was an action movie, my boss would be the spy trying to sabotage my mission, and my mission would be going on Facebook---Anonymous

শব্দ যুদ্ধ :::ফেসবুকে না গিয়েও নানান পোস্ট পড়া সম্ভব । তারই একটি নমুনা হল এই বই । এখানে বর্ণিত কাহিনী ঠিক ফেসবুক পোস্টের মতন করে লেখা হয়েছে । কাজেই দুধের স্বাদ ঘোলে নয় ; পায়েস দিয়েও মেটানো যায় । আর বস্ তো সন্দেহ করবেই না ! কী বলেন ? লেখাটি, আমি ঠিক একটি পোস্টের মতন করে লিখলাম । অনেক টাইপো, বানান ভুল, বাক্যের ভুল থাকে যেমন- সেরকম আর মাঝে মাঝে নানান ছবি । কথায় আছে না :: এক লেখকের ফেসবুক পোস্ট পড়ে পড়ে একজন বিদ্বান ব্যাক্তি, সেই লেখককে একটি ভালো অভিধানের খোঁজ দিলেন । অর্থাৎ অপরিণত ভাষা । আমিও সেই ধাঁচেই লিখলাম । হয়ত ভবিষ্যতের লেখালেখি এরকমই হবে । টুইটের আকারে কবিতা রচনা ও খুব অল্প শব্দে--নভেল লেখার ঘটনাও তো ঘটছে , তাই না ?

সাহিত্য মানে কেবল কিছু শব্দ ও অক্ষর নয় , প্রতিটি লাইনের মাঝের অনুভূতি-খানি । তাই এই প্রচেষ্টা । দাগ টানা লাইনগুলো যেন রি-টুইট করা হয়েছে ; অসংখ্য বার ।

শাঁখ

পিয়াল ; একটি ছোট্ট দ্বীপের নাম । এই দ্বীপটি একটি স্বাধীন দেশ । বহুদিন পর্যন্ত এখানে রাজ পরিবার রাজত্ব করেছে । পরে ওরা এই ক্ষুদ্র দেশটি, সোনালী মানুষদের বিক্রি করে দিয়ে অন্যত্র চলে যায় । তাই বর্তমানে ওখানে রাজার বদলে সরকার আছে । সোনালী লোকের তৈরি সরকার ।

দ্বীপটি সবুজ ও নীল একই সাথে । নীলাভ অরণ্য আর সবুজ মাঠঘাট । এই নিয়েই পিয়াল । নাম পিয়াল হলেও এখানে বাস করে আদিম মানুষেরা । ওদের সবাইকে দেখতে একই রকম । চ্যাপ্টা নাক , মোটা ঠোঁট , গোল গোল দুই চোখ আর ডিমের মতন মুখের গড়ণ । নিজেরাও ঈষৎ পৃথুল আর তাদের রং- মেটে । এই জনজাতির মধ্যে দুরাত্মা কম । আসলে নেই-ই বলা যায় । এই দ্বীপে তাই কোনো জেল নেই । নেই শিকলের বাহার । সবাই রাজা আমাদেরই রাজার

রাজত্বের ; মতন সুখী সবাই । কেউ কোনো ক্রাইম করেনা তাই মোটামুটি শান্তি আছে সবার । কিন্তু মজার ব্যাপার হল, এই দ্বীপে কোনো মেয়ে নেই । প্রায় নারীবিহীন সমাজ । কারণ মেয়েদের দরকার হয়না । পুরুষই সব দায়িত্ব বহন করে । শুধু নর্মালি মেয়েদের পেট কেটে সন্তান বার করতে হয় । এই জন্য ওরা আছে । আজব এই দ্বীপে অবশ্যি এক মেয়ে ছিলো ।

তার নাম সোনি । সোনি কিন্তু বাঙালী । ওর বাবা , অনেকদিন আগে এই দেশে আসে শ্রমিক হয়ে , সোনালী মানুষের সাথে । এসেই অল্প সময়ের মধ্যে নিজের কাজ দিয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় ।

দেশ থেকে সোনিকে নিয়ে আসে । ওর মাও এসেছিলো কিন্তু অল্প কিছু মাসের মধ্যে মারা গেছে ।

সোনিকে ওর বাবাই মানুষ করেছে ।

পরে অবশ্যি সোনি এক সাহেবকে বিয়ে করে । তাই সোনির পদবী হয় স্ট্যানটন্ । সোনি স্ট্যানটন্ ।

ওদের একটি মেয়েও হয় । তার নাম দেওয়া হয় পপি ।

এই গল্প হল পপির গল্প । পপি স্ট্যানটন্---!!!

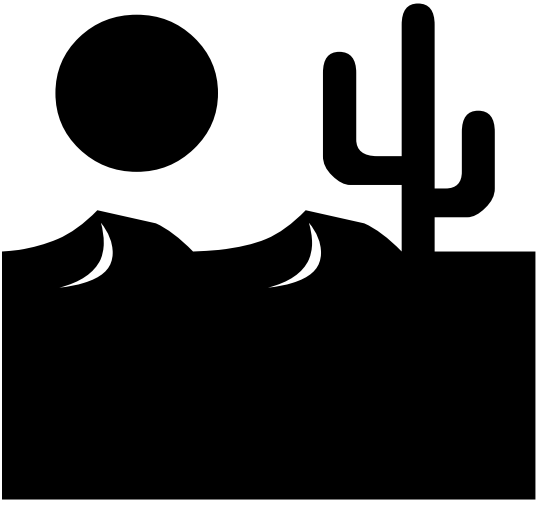

পপি জন্মানোর পরে ; ওর বাবার সাথে বিচ্ছেদ হয়ে যায় সোনির । আসলে সোনি ছিলো একটু বিপ্লবী গোছের । সাদাদের নানান অত্যাচারের প্রতিবাদ করতো সে ;খুব ছোট থেকেই । ফলে ওদের সমাজে, নানান সমালোচনার শিকার হয়ে, প্রায় রোজই স্ট্যানটন্-এর সাথে ঝগড়া ও বচসা হত । দূরত্ব বাড়ে ও একদিন ওরা আলাদা হয়ে যায় ।

তারপর থেকেই পপিকে নিয়ে জীবন শুরু হয় । একসময় পপির বাবা, ওকেও ত্যাগ করে ।

এই ছোট্ট মেয়েটি পরে ; ওর মায়ের সাথে জেলে চলে যায় । আসলে সাদাদের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য ওর মায়ের জেল হয় । কিন্তু পিয়াল দ্বীপে, সাদারাই নিয়ম করেছিলো যে কোনো মহিলা কয়েদীর ছোট বাচ্চা থাকলে সেও মায়ের সাথে জেলে দিন কাটাবে । কারণ একা একা বাইরের জগতে সে নিরাপদ নয় । ইদানিং পিয়াল দেশে ক্রাইম বেড়েছে । আর অনেক ক্রাইম হচ্ছে । তাই জেল গড়তে হয়েছে । আর সাদাদের কল্যাণে এখন অনেক অনেক নারীও এখানে এসেছে ।

তবে সবাই অল্পদিন থেকেই চলে যায় । কিছু মহিলা কয়েদী আছে । আর আছে সোনি ও পপি স্ট্যানটন্ ।

পপি জেলের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে । শৈশব থেকে সে কেবল বড় বড় থাম, গরাদ আর অত্যন্ত উঁচু পাঁচিলে ঘেরা মাঠ দেখতেই অভ্যস্থ । অবশ্যি এই জেলের কয়েদীরা নিজেরাই পরিশ্রম করে নানান ফসল ফলায় , পাথর ভাঙে , কাপড় বোনে । হস্তশিল্পের অনেক কাজও করে । কিন্তু সবই সীমানার মধ্যে বসে ।

বাইরে যাবার কোনো উপায় নেই ওদের ; শাস্তি শেষ নাহলে । কিন্তু ঐসব এলাকায় পপির যাবার হুকুম নেই । ওগুলো কর্মী ও কয়েদীদের জায়গা । তাই পপি বেড়ে ওঠে এক দমবন্ধ করা প্রাঙ্গনে । থোড় , বড়ি ও খাড়ার শিকলে বন্দী হয়ে ।

ওর একমাত্র সাথী, ওর মা সোনি । আর বিশেষ কোনো বাচ্চা, ওদের কাছাকাছি নেই ।হয়ত অন্য দিকে আছে ।

একই মুখ ও একই কুঠুরি দেখে দেখে বোর হয়ে গেলেও কিছু করার নেই পপির । ও টিভি দেখেনা , রেডিও শোনেনা, এমনকি লেখাপড়াও করেনা । এমনিই মায়ের সাথে থাকে । ওর মা যখন কাজে যায় তখন ও একা একা মাঠে ছুটে বেড়ায় । তবে একটা

কুকুর আছে । তার নাম লোলো । ওর সাথে খুব খেলে ।

লোলো আবার মাঝে মাঝে ছানা দেয় । তখন সেগুলো নিয়ে যায় জেলের কর্মীরা । সংখ্যায় অনেক হয় তারা । লোলো যেহেতু দামী সারমেয় তাই ওর ছানাগুলো পর্যন্ত চড়া দামে বাজারে বিকায় ।

পপি ওর মাকে বলে তো --- মা , তুমিও এরকম ছানা দিতে পারো তো ! তাহলে আমার খেলার সাথী হবে ।

ওর মা ওকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করে । বলে :: সোনা , এইভাবে ছানা দেওয়া যায় না । কুকুরেরা পারে , মানুষ পারেনা । বড় হলে সব বুঝবে ।

পপি মনে করে সারা দুনিয়াটা বুঝি জেলের মতন । চারদিক ঘেরা , উঁচু পাঁচিল আর হাজার নিষেধের বেড়াজাল । জগতের ইন্দ্রজাল সম্পর্কে কয়েদে বাস করা মেয়েটি একেবারেই অজ্ঞ ।

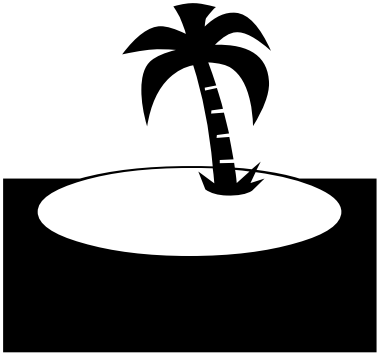

আসলে আগে, এরকম শিশুদের জেলে রাখা হতো না । আদতে জেলই তো ছিলো না কোনো । পরে সাদাদের সংখ্যা বাড়তে শুরু করায় ক্রাইম শুরু হল । তখন জেলের সৃষ্টি করা হল । শিশুরা সদ্য এখানে থাকা শুরু করেছে । কারণ মায়ের স্নেহ না পেলে ওরা পূর্ণ মানুষ হবেনা আর কেউ ওদের দেখার না থাকলে ওরা হয়ত ভুল পথে পা দেবে । তাই মায়েদের কচি সন্তান থাকলে --তাদেরকে সরকার জেলেতেই রাখার আজ্ঞা দিয়েছে যতদিন মা ছাড়া না পায়, ততদিন অবধি ।

পপির আগে, কোনো এক কিশোরী একা তার বাসায় ছিলো কারণ তারও বাবা নিঁখোজ আর মা ছিলো জেলে । সাজা কাটছিলো সেখানে । বাচ্চা মেয়েটি ,একা থাকা শুরু করে । একদিন কোনো গুন্ডার দল ওকে কিডন্যাপ্ করে নিয়ে যায় । অকথ্য অত্যাচার ও নিয়মিত রেপ করে বাচ্চা মেয়েটিকে । পরে ওকে শহরের কাছে ফেলে দিয়ে চলে যায় । দ্বীপের মানুষের মতে এরা বিদেশী লোক । ভিনরাজ্যের বাসিন্দা । কারণ ওদের দ্বীপে কোনো ক্রাইম ছিলো না । একটি বাচ্চা মেয়েকে কব্জা করে এরকম জঘন্য কাজ করা পিয়াল

দ্বীপের লোক- **পিয়ালোদের** পক্ষে একেবারেই অসম্ভব । ওরা এখনো নিরীহ । সরল । শান্ত ও নির্মল ।

এই জাতীয় কুকর্ম করার কথা ওদের মনেই আসবে না । সে যাইহোক্ ;এই ঘটনার পরেই শিশুদেরকে তাদের মায়ের কোল ঘেঁষে- রাখাই শ্রেয় মনে করেছে -- সোনালী মানুষের সরকার । তাই তো পপি এখানে আছে ।

জেলগুলো এতই নতুন যে একটা নতুন বাড়ির গন্ধের মতন সুবাস বার হয় ; এর চৌকাঠ থেকে । তবুও তো চারদিক বন্ধ । পপিও, ওর মায়ের মতন বন্দী । তাই তার ছোট্ট বুকে শুধুই হাহাকার । খেলার সাথী নেই , নেই ছুটে বেড়াবার মুক্ত- সবুজ প্রাঙ্গন , আকাশের নক্ষত্র ! পপির জীবনটা তাই সমুদ্রে ঘেরা দ্বীপের মতনই, একাকীত্বে ভরা ।

বাচ্চা একটা মেয়ের জীবন কাটছে, কিছু কয়েদী আর কারাগারের মধ্যে । নিরাপদ আশ্রয় বলে ।

মায়ের কাছে থাকলে সে ভালো থাকবে তাই এই নিয়ম । আর সেই নিয়মের জন্য ছোটরা, তাদের কৈশোর আর বেড়ে ওঠার সবুজ , সতেজ সময় হারিয়ে ফেলছে এক কালো , বদ্ধ কুঠুরিতে ।

এই দ্বীপের লোকের কাজ ছিলো মাছ ধরা আর অপরূপ নুড়ি পাথর আর শঙ্খ কুড়িয়ে বিক্রি করা । শাঁখের মালা, চুড়ি, ব্যাগ , মুকুট , বাক্স সবই তৈরি হয় পিয়ালে । **পিয়ালো মানুষের মননে** । আর বালির নানান ভাস্কর্য দেখতে হলেও এখানে আসা চলে ।

সাগরপাড়ে বসে বসে কত মানুষ , বালির মূর্তি বানাচ্ছে ! কেউ কেউ শিখছে আবার কেউ কেউ গড়ছে । এগুলো দেখার জন্যও পয়সা নিচ্ছে । একধরণের শো আর কি ! তাঁবু করে তার মধ্যে শো হচ্ছে যেন ; মানে বালির ভাস্কর্য হচ্ছে । ফেলো কড়ি মাখো তেল । টাকা দাও আর দেখো বালির জাদু !

এছাড়া নিয়মিত মাছের কারবার হওয়ায় সারা দ্বীপে একটা আঁশটে গন্ধ আছে । একটু সেন্সিটিভ হলেই টের পাওয়া যায় । এই দ্বীপের পুরো ইকোনমি যেন এই জেল থেকেই শুরু হয় । এটা একটা ব্যবসা কেন্দ্রও বলা যায় । কেবল শ্রমিকেরা কয়েদী আর বন্দী । ওরা পারিশ্রমিকও পায় । জমা থাকে জেলারের কাছে । মুক্তি পাবার সময় ফেরৎ পায় । পপির মায়ের বিরুদ্ধে

খুনের অভিযোগ আছে । সে তো ছোট থেকেই বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন ছিলো কাজেই এক ধরণের কনভিক্ট ছিলো বলা যায় । রাজনৈতিক বন্দিনী । পরে তো খুনও করলো এক সাদা অফিসারকে । তাই এখন যাবজ্জীবন কারাবাস । কাজেই পপিও হয়ত সারাটা জীবনই এখানেই থাকবে । এক নিরাপরাধ শিশুর বাসা হল কয়েদখানা । তার থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায় বা রাস্তা নেই আর ।

পপি অবশ্যি এতেই অভ্যস্থ হয়ে গেছে । সকালে উঠে স্নান , প্রাত:রাশ আর তারপর খেলা । বন্ধ আঙিনায় । কালো অন্ধকার সুড়ঙ্গে । একা একা আপন মনে খেলে বেড়ায় । একটি প্রাইভেট বীচ্ আছে । সেখানে কয়েদীরা না গেলেও, তাদের সন্তানেরা যেতে সক্ষম - আইন অনুযায়ী । অফিসারেরাও যায় ওখানে অন্যান্য জেলকর্মীর সাথে । কিন্তু ঐ বীচ্টি বড় বড় লোহার জালে ঘেরা । সমুদ্রের জল ও ফেনা চলে আসে সৈকতে । কিন্তু তার অনেক আগেই ঢেউগুলো ভেঙে যায় । কিছু জলরেখা এসে ঢোকে ঐ বীচ-এ্ । মূল সমুদ্রে যেতে হলে গেট খোলাতে হয় যা ঐ জালের পাশে আছে । ঐদিকে শিশুরা যেতে পারেনা । তাই দূর থেকেই সমুদ্র দেখে , পপি । ও**কে ওর মা সোনি বলেছে যে ও একটা নিষ্পাপ ফুল ।**

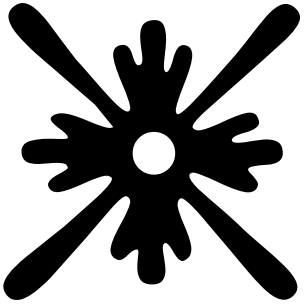

পপির, সবথেকে বেশি ভালো লাগে জেলের বাগানে পুষ্পচয়ন ।ও মাঝে মাঝে মালির কাছে গিয়ে শিখে নেয় , কী করে ফুল গাছ লাগাতে হয় আর ফুল ফোটাতে হয় !

কয়েকটি গাছ সে লাগিয়েছিলো ওর মায়ের সেলের বাইরে , বারান্দার ওপরে -টবে । কিন্তু যথেষ্ট সূর্যের আলো না পেয়ে- গাছ মরেই গেলো । তখন ওকে বাগানে ,এক ফালি সবজি ফলানোর মাটি দেওয়া হল ।

সেখানে ও রোজ বাগান করতো । পরের দিকে বাহারি গাছ , ফুল আর অল্প স্বল্প সবজি হয়েছিলো । যেমন বেগুন, টমেটো, ধনেপাতা , শাক আর লঙ্কা ।

লঙ্কাগুলো, কম ঝালের লঙ্কা । সুন্দর গন্ধ আছে তাতে । পপির এই বাগান চর্চা দেখে, জেলের অফিসারগণ বলতে শুরু করলো যে সরকারের ওকে বাইরে রাখা উচিৎ । কোনো অর্ফ্যান হোমে । কারণ এইভাবে জেলের মধ্যে বন্দী থাকলে ও উন্মাদ হয়ে যাবে । দুনিয়া কি বস্তু ও জানেই না অথচ সময় তো বসে থাকেনা ! তাই ওকে বাস্তব জগতে পাখা মেলতে দেওয়া উচিৎ ।

<u>কিন্তু লোকের কথা শোনার বান্দা নয় , ওদেশের সরকার বাহাদুর । তারা তাদের নিজেদের মতে চলে ।</u>

একজন মেয়ে কিডন্যাপড্ হয়ে, রেপড্ হয়ে মারা গেছে । তাকে অসহায় অবস্থায় জঙ্গলের কাছে , শহরের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে । তারপরও যদি সরকার কোনো নীতি না নেয় তাহলে মগের মুলুক হতে বেশি সময় লাগবে না । তাই মেয়েটি বা এইধরণের শিশুরা , জেলে- তাদের মায়েদের সাথেই বড় হবে । শিক্ষা বা জীবন তাতে যেমনই হোক্ না কেন ঐসব বাচ্চাদের ।

পপি একা একা কাঁদতো । কারণ ও বন্দিনী আর ওর কোনো ক্রাইম নেই । কোনো ক্রাইম চার্টে ওর নাম ওঠেনি । অথচ ওর মায়ের জন্য ও জীবনকে উপভোগ করতে অক্ষম । ওর বয়সী বাচ্চারা যেখানে এইসময় খেলেধূলে বেড়াচ্ছে, সেখানে ও একটি কালো ঘরে বন্দী । চারপাশে উঁচু উঁচু দেওয়াল আর লোহার শিকল ও জাল ।

ও মায়ের কাছেও সবসময় যেতে পারেনা । তারও সময় বাঁধা আছে । একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে, অন্য আরেকটি সময় অবধিই সে মায়ের আঁচলে থাকতে পারে ।

ওর মাকে ওরা, খুনের জন্য আটকে রেখেছে। কিন্তু মা ওকে বলেছে যে মা- কোনো খুন করেনি। মা যেটা করেছে তাকে বলে বিপ্লব। একটি বাজে লোককে ওর মা বধ করেছে।

পপিকে ওর মা অনেক গল্প শুনিয়েছে। ছোট্ট পপি তাই বোঝে বধ আর খুন এই দুটি জিনিস কী। খুনের অর্থ হল ক্রাইম করেনি এমন লোককে মারা আর বধের মানে কোনো শয়তানকে মারা। যেই শয়তান জীবিত থাকলে অনেক সরল, সহজ মানুষের ক্ষতি করতো। তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া। মা সেটাই করেছে। তারও আগে মা , এইসব শয়তানের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করেছে। তাই দেশের রাজা মানে সরকার , মাকে অপছন্দ করতো। এবার একেবারে জেলে বন্দী করে রেখেছে। **এসব শুনে পপি, বুঝতে পারেনা যে সরকার পক্ষও আসলে শয়তান কিনা !**

তার কারণ, ওর ছোট্ট জীবনের সরল যুক্তিতে ও বুঝতে পারে যে শয়তানের হয়ে বা তার জন্য যারাই কাজ করছে তারা সবাই শয়তান।

মাকে জিজ্ঞেস করেও কোনো উপযুক্ত জবাব পায়নি। মা বলেছে :: এসব তুমি বড় হলে বুঝবে।

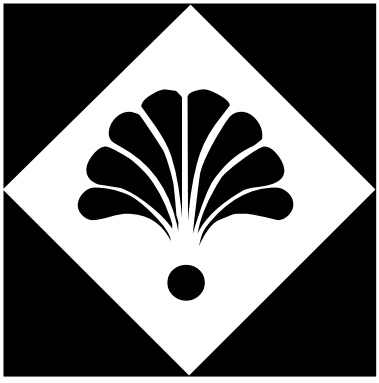

ও কবে আর বড় হবে ? ও তো একই থাকবে কারণ ও একই জায়গায় বদ্ধ হয়ে আছে । ওর বয়স হয়ত বাড়বে কিন্তু মনটা তো একই থেকে যাবে কারণ ও নতুন কিছু দেখেনা । তাই ওর মনে হয় ওর মা ওকে সব খুলে বললেই ভালো । কিন্তু মা ভোলার নয় ।

--আগে বড় হয়ে নাও , তারপরে তো সব শুনবে ।

সকালে ওকে প্রাত:রাশে রোজ পাউরুটি দেয় । তিনখানা । সঙ্গে মটরশুঁটির ঘুগনি মতন , কাঁচা টমেটো , পেঁয়াজ আর এক গ্লাস দুধ । ও অবশ্য চা/কফিও খায় চেয়ে নিয়ে । সেটা ওরা দেয় । আপত্তি করেনা । দুপুরে দেয় সেই রুটি আর এক পিস্ মাছ বেক্ করা অথবা দুই পিস্ চিকেন/ল্যাম্ব/ গরু সবই রোস্ট করা । কুমড়ো বা বড় বড় আলু বেক্ করা , একটা বড় ফল কিংবা এক গুচ্ছ বেরি,আঙুর ইত্যাদি আর রাতে দেয় অল্প রাইস,কোনো কারি- চাইনিজ বা ভারতীয় আর কখনো বা রান্না করা পাস্তা অথবা চাউমিন বানানো । এসব ওর খাবার । একদম ছকে বাঁধা । মায়েদের মানে বড়দের জন্য অন্যরকম ব্যবস্থা ।তবে কাউকেই ওয়াইন দেওয়া হয়না । একজন অফিসার এসব ছাইপাশ খানা খেয়ে এমন ফার্ট করে যে

বলার নয় । এক মাইল দূর থেকে শোনা যায় । কয়েদীরা বলে যে এই নাও সাইরেন শুরু হল ।

এখানে-একজন রাজনীতিবিদ্ আটকা পড়েছে সরকারের জালে । তার ক্রাইম নেই তেমন কোনো কিন্তু রাজনীতির খেলায় বন্দী হয়ে আছে । সে ওয়াইন পায় নিয়মিত আর তার ঘরে বড় টিভি আছে , আছে সি-ডি প্লেয়ার আর সেপারেট টয়লেট । এমনিতে ওদের প্রতি তলায় তিনখানা করে টয়লেট আছে যা কয়েদীরা ভাগ করে করে ব্যবহার করে । পরিষ্কার , ছিমছাম্ বাথরুম ও লাগোয়া ল্যাট্রিন । বাথটাব্ ও আছে । শাওয়ার আছে বাথটাবের ওপরে লাগানো । সেখানে দাঁড়িয়ে স্নান করা যায় । আর মেঝেতে গোলাপি ও কোথাও সমুদ্রনীল রং এর টাইল্ পাতা ।

ঐ টয়লেট , কয়েদীরাই সাফ করে । ওরা নিজেদের ঘর বা সেলও সাফ্ করে থাকে । সকালে উঠে খেয়ে কাজে যায় । জেলের মধ্যে ফসল ফলানো, দড়ি ও বেতের কাজ আর সেলাই , উলবোনা , বিভিন্ন আচার ও জ্যাম, সস্ তৈরি , বই বাঁধানো , ওয়ার্কশপে যন্ত্রপাতি সারানো সমস্ত কাজ করানো হয় । যা মাইনে পায় তা জমা থাকে সরকারের ঘরে । শাস্তি শেষে সব হিসেব মেটানো হয় । জেলের কোনো জিনিস নষ্ট করলে ঐ টাকা থেকে তার দাম কেটে নেওয়া হয় । অনেকের

বাসা থেকে লোক এসে অনেক সময় ঐ মাইনে থেকে কিছু টাকা তুলে নিয়ে যায় । কারণ অনেক কয়েদী আছে যারা তাদের সংসারের একলা রোজগেরে মানুষ ।

অনেক কয়েদী এও বলে যে শিশুগুলোকে এখানে রেখে ওদের মন বিষিয়ে দেওয়া হচ্ছে । এখানে থেকে ওরা ভালো কিছু কী করে শিখবে ?

হাতের কাজ শিখতে পারে কয়েদীদের দেখে কিন্তু স্বাভাবিক জীবন যাপন সম্পর্কে জানবে কী করে ?

তবুও বাইরে মাতৃহীন অবস্থায় থাকলে বিপদ বেশি তাই মায়ের কোল ঘেঁষে রাখা হচ্ছে । যাতে সুস্থ ও সবল থাকতে পারে । অকালে প্রাণ না হারায় অথবা বেকায়দা কোনো ঘটনার কবলে পড়ে ।

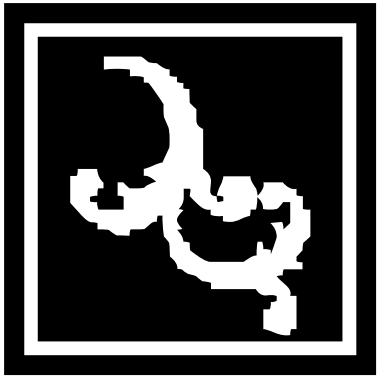

সব জেনেশুনে পপি ভাবে, সরকার আর জেলের লোকের মাঝে ও আটকে গেছে । এরা বলছে এটা ভালো তো অন্যরা বলছে ওটা । সত্যি কোনটা তার জন্য ভালো ও উপকারী হয়ত কেউ-ই জানেনা ।

পপির আর লেখাপড়া হয়না । ইদানিং একজন টিচার যদিও আসে ওকে পড়াতে কিন্তু তাড়াহুড়ো নেই । ও নিজের তালে সব শেখে । অঙ্ক , ভাষা শিক্ষা আর ভূগোল ও ইতিহাস । এছাড়া কিছু উল বোনা আর সেলাই ও শিখেছে, ওর মায়ের কাছে । উল বুনতে ও ভালোবাসে । পটাপট্ বোনা হয়ে যায়, গল্পের সাথে সাথে । ও খুব চা খায় , কফি খায় । এই এত্তোটুকু বয়সে । তাই অনেকে ওকে পাকা বুড়ি বলে । ও অবশ্য ঐ রাজনৈতিক বন্দী আঙ্কেলের খুব ডিয়ার ফ্রেন্ড । তার নাম হিবিস্কাস্ । হিবি আঙ্কেল বলে ওকে , পপি । আর উনি পপিকে ; মাই ডিয়ার ফ্লাওয়ার বলে সম্বোধন করে । সেই আঙ্কেল ওকে ওয়াইন খাইয়েছে । ওর জন্য একটা মিনি গ্লাস ও বটল্ আছে । ও তার থেকে ঢেলে ঢেলে ,রোজ রাতে ওয়াইন খায় । তবে মা কিংবা জেলের অন্য কেউ জানেনা । জানে কেবল হিবির কাছের মানুষ ডার্বি । ডার্বি ;একজন অসীম সাহসী ও

বলশালী মানুষ । কোনো কয়েদী ঝামেলা করলে ও একাই তাকে তুলে নিয়ে, ছুঁড়ে তার সেলে ফেলে দেয় । এতই তার বল । **সেই ডার্বি, ঐ হিবির খুব দোস্তও ।** ইয়ার দোস্ত । ও জানে যে পপি ওয়াইন খায় ।

ও পপিকে নিয়ে, কয়েকবার সেক্স করেছে । এটা পপি নতুন শিখছে । ডার্বির ইয়া চেহারা ! পপির খুব ব্যাথা লাগে কিন্তু ডার্বি বলে যে ওর আসলে মজা লাগা উচিৎ । এইভাবেই পপি এই দুনিয়ায় এসেছে , পপির মা এসেছে , ডার্বি এসেছে , হিবি এসেছে আরো সব্বাই ।

বড় হয়ে এসব করতে হবে । নাহলে লোকে ওকে পাগল বলবে ।

পপি বুঝে পায়না যে মুক্ত দুনিয়ায় কত কিছু করার আছে । তবুও এসব না করে গেলে লোকে কেন পাগল বলবে ! এর উত্তর কিশোরীটির কাছে নেই ।

পপির মা রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে শোনায় ওকে । জেলের ফাংশানেও গায় । খুব দরদ দিয়ে গায় মা ।

মা নাকি আসলে বাঙালী ! অন্য দেশ থেকে এখানে এসেছিলো পপির দাদু । তাই মা এখানে রয়ে গেছে ।

পরে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জেলে এসে পৌঁছেছে । সংগ্রাম কী , কেন লোকে তা করে বা করতে বাধ্য হয় তা পপি জানেনা । আসলে বাইরের জগৎ সম্পর্কে কিছুই তো জানেনা । সবই পুঁথি পড়া বিদ্যা । তবে এইটুকু বোঝে যে মায়ের মনোমত সব হয়নি বলে মা লড়াই করতে গিয়েছিলো । তাতে সফল হয়নি । ধরা পড়ে গিয়েছে । সরকার এমন কিছু করেছে যা মায়ের মনঃপূত হয়নি । মা বলে যে তারা এমন জিনিস করেছে যা একের পর এক প্রজন্মকে নষ্ট করে দিতে সক্ষম । মা তারই প্রতিবাদ করেছে আর একজন সোনালী লোককে মেরেছে । ঐ সোনালী লোকটা নাকি এসব কান্ডের মূল কর্ত্তা । দ্বীপের সহজ, সরল, পিয়ালো মানুষকে (পিয়াল দেশের লোক তাই পিয়ালো) ভুলিয়ে ; এখানে একের পর এক অন্যায় করেছে । লোকে বোঝেনি তখন আর তাই এখন তার

মাশুল দিতে হচ্ছে । আর এই দেশের রাজাও এই সোনালী মানুষের কাছেই, নিজের দেশকে বিক্রি করে দিয়ে বিদেশে চলে গেছে । এমন নেমকহারাম্ রাজা সে ! নিজের প্রজারা, তার আপন সন্তানের মতন । অথচ তাদের কল্যাণে কোনো কাজ তো করেই-নি বরং তাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে সরে গেছে ।

সপরিবারে পাড়ি দিয়েছে বিদেশে ।পিয়ালে, থেকে গেছে লোকাল লোকেরা । অনেক ধনী ও অবস্থাপন্ন দ্বীপবাসী অবশ্য অন্যান্য দেশে চলে গেছে । তাদের বলা হচ্ছে **আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে উদ্বাস্তু হওয়া** । ক্লাইমেট চেঞ্জ রিফিউজি আর কি !

আসলে কেবল ক্লাইমেট চেঞ্জ তো নয় তার সাথে সাথে মারাত্মক দূষণ ! সরকারের মূল অফিস অন্য একটি দ্বীপে । সেটা এই পিয়াল দেশের অংশ হলেও অনেকটা দূরে । একটু জল ও জায়গা ছেড়ে অবস্থিত । সেখানে অনেক ধনী ও সরকার বসবাস করে ।অন্যান্য ক্ষুদ্র দ্বীপ ও বড় দ্বীপে যারা থাকে তারা ঐসব দূষণের শিকার হয়েছে । তারা এখনও আছে । আর মরণের দিকে পা বাড়াচ্ছে ।পপির মায়ের লড়াই এদের জন্যই ।

সহজ মানুষ জানতো না নিউক্লিয়ার বোমা থেকে ক্ষতির হিসেব । একের পর এক বোমা পরীক্ষিত হয় এই দ্বীপগুলিতে । বড় এক দ্বীপ বাদ দিয়ে-- কারণ সেটা

আরেকটু দূরে । সেখানেই এখন বাস করে অনেক ধনী ও সরকার পক্ষ ।

মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে এই যে বোমাবর্ষণ , তার ক্ষতির পরিমান তো জানতো সোনালীরা ! তাহলে একটি মনুষ্য জাতিকে কেন সেই বিপদের মুখে ঠেলে দিলো তারা ? কোনো মায়া , মমতার বালাই নেই ওদের ? মা আগে জানতো না । সোনি স্ট্যানটন্ আগে জানলে কোনো অবস্থাতেই মিসেস্ স্ট্যানটন্ হতো না সে । এক ঘাতকের বংশধরের গলায় মালা দেবার চেয়ে মৃত্যুও অনেক ভালো । তাই যখন জানতে পারলো তখন এই কুকর্মের হর্তাকর্তার মধ্যে একজনকে অন্তত: এই দুনিয়া থেকে বিদায় করলো । তাই খুনের নামে ওকে জেলে বন্দী করা হল । ও এখন কনভিক্ট । কিন্তু সোনি নিজে মনে করে যে সে বিপ্লবী । বাংলায় কত বিপ্লবী জন্মেছে এরা জানেনা । আর ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে, কত বাঙালীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে তাও এরা জানেনা । জানলে বুঝতো যে সোনি যা করেছে ঠিকই করেছে । কোনো অন্যায় বা ঝোঁকের মাথায় হট্ করে- কিছু করেনি । ওরা বিপ্লবীর বংশ, তাই একটি চিট্ ও নষ্ট কীটকে নরকের টিকিট ধরিয়ে দিয়েছে । স্ট্যানটন্-কেও তাড়িয়েছে ।

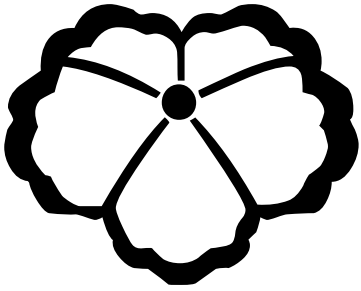

সোনির তো মনে হয় ; এই দ্বীপে ওকে কারাগারে বন্দী করলেও মৃত্যুর পরে ও বীরঙ্গনার শিরোপা পাবে । ওকে পারিজাতে মালায় ঢেকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হবে ।

কামধেনুর দুধে ওকে স্নান করানো হবে । আর স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ওকে বীরের সার্টিফিকেট দেবেন ।

সোনালী মানুষ খোলসা করে বললে, পিয়াল দ্বীপের সরল মানুষগুলো সবই বুঝতো আর ওদের পারমিশান দিতো না লেখাপড়া করে ; এইসব দ্বীপে বোমা পরীক্ষা করতে । কিন্তু ওদের ঠকানো হয়েছে । মিথ্যা বলা হয়েছে । তাই ওরা না বুঝেই অনুমতি দিয়েছে সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে ।

আর এখন লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন একটা ভাঙা সাঁকোর ওপরে ঝুলছে । ক্যান্সার , অপরিণত শিশুর জন্ম,অন্যান্য জিন ঘটিত রোগের প্রকোপে মানুষ বিভ্রান্ত । সমুদ্রে মাছ মরে ভেসে উঠেছে । সৈকতে অসংখ্য সামুদ্রিক জীবের মৃতদেহ । গাছগুলো কেমন নির্জীব ও নুইয়ে পড়েছে । সবই তেজস্ক্রিয়তার কারণে । যদিও সোনালী মানুষ , যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনো লেভেলে নেমে যেতে পারে ; তারা

নানান মিডিয়ায় প্রচার করে যাচ্ছে যে নিউক্লিয়ার বোমা থেকে এমন কিছু ক্ষতি হয়না যা আমরা মনে করি । এ আমাদের অজ্ঞতা । রেডিয়েশান নিয়েও অনেক মানুষ সুস্থ হয়ে বাঁচে আর নর্মাল জীবন কাটায় ও অনেক বয়স হলে তবেই বার্ধক্য জনিত রোগে মারা যায় । কিন্তু নিজ চোখে যা দেখছে সোনি স্ট্যানটন্ তাকে অস্বীকার করবে কী করে ? হঠাৎ-ই এই দ্বীপে এত মানুষের ক্যান্সার হচ্ছে , জিন ঘটিত অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ , দগদগে ঘা যা সারেনা এগুলো কেন মাত্র কয়েক বছরে শুরু হয়েছে ? আগে তো নির্জন দ্বীপের বাতাসে এইসব ছিলো না !

কত শিশুর মৃত্যু হয়েছে বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মানোতে । কত মানুষের চোখ পুড়ে গেছে । দুই চোখের জায়গায় কেবল দুটো ফুটো , কত শস্য ক্ষেত উজাড় হয়ে গেছে । নিমেষের মধ্যে হয়ে গেছে, কালো কালো ধূলোতে ঢাকা প্রান্তর !

এখানে লোকাল মানুষকে বলা হয় যে ওরা বোমা ফাটাবে। তাতে পিয়ালোরা মনে করে যে ওরাও তো নানান উৎসবে বাজি ইত্যাদি ফাটায় সেরকমই কিছু হবে একটু বড় সাইজে । কিন্তু সেই বোমার থেকে এমন ক্ষতি হবে কেউ ভেবেছিলো ? আর ওরা সভ্য মানুষ । ওরা এইভাবে পিয়ালোদের অজানা একটা দিকের

সুযোগ নিলো ? কালোকে, কালা বলা কাল্‌চার নয় । তাকে সুললিত বলাটা কাল্‌চার । কিন্তু তার মানে এও নয় যে তাকে মিথ্যা আশ্বাসে একেবারে রাজকন্যে বানিয়ে দেবে । পিয়ালোদের সেইভাবেই ঠকিয়েছে , সোনালী মানুষের দল । **তাই প্রতিবাদ করেছে বাঙালী যুবতী , সোনি ।**

পপি স্ট্যানটন্- নামক একটি মিষ্টি ফুলের, সাহসী মা সোনি ।

বিপ্লবের সময় ও কিন্তু স্ট্যানটন্ নয় । বাঙালী মেয়ে সোনি । কারণ আগে জানলে সে একজন সোনালীর গলায় বরমাল্য দিতো না ।

অবস্থা এমন চরমে উঠেছে যে সমুদ্রের জলে , শঙ্খে বিষ । বিষ ; বাতাসে ও বৃষ্টিতে ।

বহু মানুষ দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছে যারা অবস্থাপন্ন । অনেক দরিদ্রও মাছের নৌকো করে ভেসে গেছে দূর অজানায় । তবুও অনেকেই রয়ে গেছে । আর বিপদে পড়েছে তারাই । **সোনির একটাই সান্ত্বানা যে জেলে বন্দিনী হলেও, একটা ভালো কাজ করে জীবনটা অতিবাহিত করতে পেরেছে সে । জন্ম সার্থক হল।**

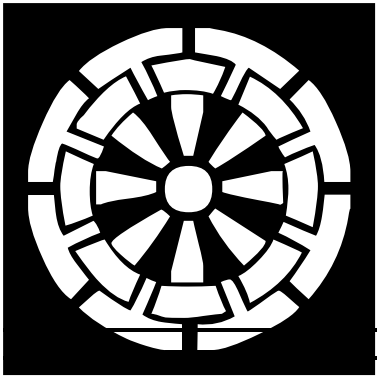

পপিকে কতটা শিক্ষা দিতে পারছে জানেনা , সোনি । ওকে এত্তোটুকু বয়স থেকেই বিপ্লবের পাঠ দিচ্ছে । কেন ? সোনি কি মনে করে ও জেলের বাইরে গেলে, মায়ের অসামাপ্ত কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করবে ?

<u>তাহলে কচি মনে কেন এইসব বাণী ও তত্ত্ব ঢোকাচ্ছে সোনি ?</u>

কারাগারে শৈশব থেকেই বন্দিনী পপি, জানেনা জগৎ কী বস্তু । কীভাবে সেখানে লোকের সাথে মিশতে হয় । খেলার বয়সে সে জেলে আটকে আছে, সুরক্ষার জন্য । যাতে তার প্রাণ রক্ষা হয় ।

মেয়েটার চোখ দুটো দেখে, বড় মায়া হয় সোনির । তারই জন্য আজ পপি ; জেলে বন্দিনী । আবার ভাবে বৃহত্তর স্বার্থে কিছু করতে হলে, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে ত্যাগ করতে হয় । হয়ত ওর এই আত্মত্যাগই, পপিকে অনেক এগিয়ে দেবে- তার জীবনে । আর জেলে থাকলেই বা কী ? জিনের ব্যাপারও তো আছে । সোনির মেয়ে তো পপি । কাজেই নিশ্চয়ই অন্যায় করবে না -জেলে বাস করলেও ।

পপি যে ডার্বির খপ্পড়ে পড়েছে আর লুকিয়ে হিবির সেলের বাইরে ওরা মিলিত হয়, দৈহিকভাবে- খানিকটা জোর করেই তা কিন্তু সোনির ভাবনারও বাইরে ।

ও মনে করে ; জেলে অস্বাভাবিক আবহাওয়াতে থাকলেও ছোট থেকে পপিকে তার জিন রক্ষা করবে । পরিবেশ যেমনই হোক্ ও তো সোনির মেয়ে ।

কিন্তু সোনি ভুলে যায় যে ও স্ট্যানটনেরও কন্যা ! তারও জিন ও রক্তের বাহক সে । কাজেই কোনদিকে জল গড়াবে কেউ জানেনা ।

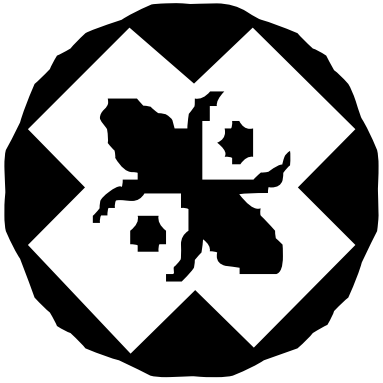

বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ নাহলেও পপি অনেক বই পড়ে তো আর অনেক জেল কর্মীর সাথে মেশে তাই অনেক কিছু শুনেছে । যেমন ডার্বির কাছে নরনারীর মিলনের ব্যাপারটা । অন্য একজনের কাছে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ব্যাপার । আবার কারো কাছে খেলাধূলো করে প্রাইজ আনার ব্যাপারগুলো ।

তাই মনে মনে সে একটা কল্পনার জগৎ এঁকে নিয়েছে । হয়ত বাইরের দুনিয়ার থেকে একেবারেই আলাদা কিন্তু সেই জগৎ ওর নিজস্ব ।

সেখানে তিমি মাছ আছে , ময়ূর আছে , উটপাখি ও উট আছে আর আছে অজস্র খেলার ব্যবস্থা । ক্রিকেট,কার রেসিং , হকি, ফুটবল, জিমন্যাস্টিক আর টেনিস্ । সে কার কী তা জানে । জেলে অনেক কার আছে । কিন্তু কার রেসিং হয় যেই কার দিয়ে তার জন্য চোস্ত ড্রাইভার লাগে । ওদের জেলে অনেক নাবিকও আছে । আসলে আগে তো এখানে ক্রাইম ছিলো না কিন্তু এখন ক্রাইম বেড়ে গেছে বলে জেল খুলেছে সরকার আর নাবিকেরা , যারা মাছ ধরার নাম

করে করে স্মাগলিং করে ,তাদের ধরে এনে জেলে রাখা হয়েছে ।

পপি আর কিছু না জানুক , স্মাগলিং, খুন, নাইফ, বন্দুকের গুলি, থার্ড ডিগ্রী, ক্যালাশনিকভ্ , কেমিক্যাল ওয়েপন এইসব শব্দের সাথে খুব পরিচিত ।

জীবনের নেগেটিভ সাইড যেন ওকে জড়িয়ে চুমু দিচ্ছে !

এখানে সাগরে একটি মাছ আছে । নামটি হল, শেরিং ।তার চোখের মধ্যে এক ধরণের তরল থাকে যা ওর চোখকে ভেজা ভেজা রাখতে সাহায্য করে । সেই তরল পদার্থ বার করে, শুকিয়ে নিলেই নাকি সোনার কুচি হয়ে যায় । একেবারে রিয়েল গোল্ড ! সোনা দেখেছে পপি ; ডার্বির আংটিতে । কিন্তু ঐ মাছের চোখের ব্যাপারটা শুনেছে । দেখেনি । তো যাইহোক্ না কেন- সেই মাছ নিয়ে নাবিকেরা, সোনা বার করে করে পাচার করতো ।

সেই নাবিকেরাই বলে যে এমন নৌকো হয় যা খুব জোরে যেতে সক্ষম । উল্টায় না । আবার গভীর জলের নিচ দিয়েও নৌকো যায় । তাকে বলে সাবমেরিন ।

সেরকম এমন **কারও** নাকি আছে যা অতি স্পিডে যায় । সেগুলো রেসে নামায় মানুষ । মাঝে মাঝে পপিরও ঐ রেসে নামাতে ইচ্ছে করে । কিন্তু জেলের বাইরে না যেতে পারলে কোনো কিছুই সম্ভব নয় । কিন্তু মা যতদিন না বার হচ্ছে , পপিও বার হবেনা । আর মাকে ওরা ছাড়বে না । কোনো না কোনো ছুঁতোয় বন্দিনী করে রাখবে । কারণ মা বাইরে গেলেই, জনগণকে সচেতন করবে । ওদের মমতার স্পর্শ দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করবে ; আর সরকার তা মোটে চায়না ।

পপি, হয়ত আর জীবনে কোনোদিন বাইরের জগৎ দেখতে পাবেনা । বিনা অপরাধে তার সারাটা জীবন এমনিই কেটে যাবে ।

তবুও মায়ের শান্তি যে ও সুরক্ষিত আছে এখানে । বাইরে তো ও একা । কে ওকে সামলাবে আর রক্ষা করবে ? এখানে সে আছে বলে মাও কিঞ্চিৎ শান্তিতে আছে ।

পপি জীবিত আছে । রোজ সকালে ওকে দেখতে পায় মা । ওর নিষ্পাপ মুখটা দেখে দিন শুরু করে । এই তো কতখানি পাওয়া এই বন্দী জীবনে ।

মায়ের একলা জীবনে পপি একটু আলো দেয় । নির্মল বাতাস দেয় । নাহলে সেইভাবে দেখলে মায়েরও তো কেউ নেই, কিছু নেই । তাই না ?

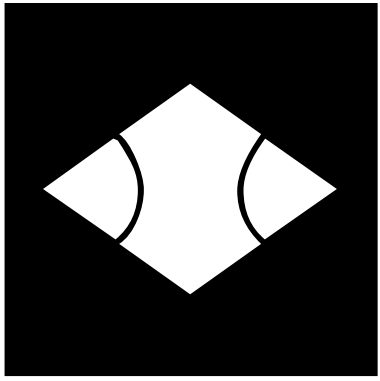

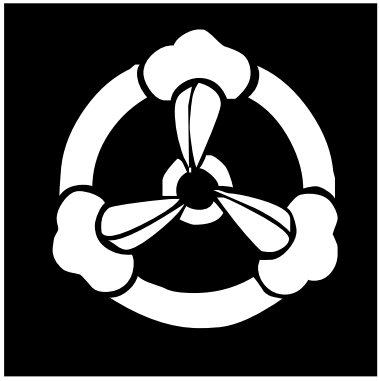

ছোট্ট পপির মনের ডাইরিতে অনেক আশার কথা, স্বপ্নের কথা লেখা আছে । অনেক দেখা জিনিস আর অদেখা বস্তুর সম্বনয়ে এই ডাইরি হয়ে উঠেছে এক বড় গ্রন্থের মেলা । সেখানে মানুষের চোখে দেখা তিমি মাছ আছে , আছে নিজের চোখে দেখা কার ও তার ওপরে ভিত্তি করে অন্য কারের ছবি যা নিয়ে রেসিং করা যায় । আছে সাবমেরিন ও আধুনিক নৌকোর চিত্র যা নিয়ে সোনার মাছ ধরা যায় ।শেরিং মাছ । দুই নয়ন দিয়ে সোনার জল ঝরায় । ওর কান্নায় সোনা ঝরে !!

আছে মায়ের বলা বিপ্লবের কথা । ছন্দ । বোমার গল্প । বোমা ফাটার ছবি । নিজের তুলি দিয়ে মন ক্যানভাসে আঁকা । আছে উড়ন্ত বকের ডানার কথা ,

নীল পালকের কথা আর তোতাপাখির তোতাবুলি গল্প । আসলে পপির মন গ্রন্থে আছে পুরো একটি প্রজন্মের স্বপ্নের কথা ।পপি, স্বপ্ন নিয়েই বাঁচে অন্য আর পাঁচজনের মতনই ।

তফাৎ হল এই যে ওর স্বপ্ন হয়ত কোনোদিনই সফল হবেনা । বাস্তবে নেমে আসবে না । এই যা দু:খের ।

পপি সুরক্ষিত আছে এটাই সবচেয়ে বড় কথা । সোনির কাছে । জীবিত আছে । জালে ধরা পড়ার পরও অসংখ্য মাছের মতন জ্যান্ত আছে ।

জীবনের কোনো একটা সংজ্ঞা নেই । জীবন রিলেটিভ । কাজেই কার কিসে আনন্দ হবে আর সুখ তা কেবল সেই জানে । কাজেই পপির এই বন্দী জীবন একেবারেই বৃথা যাবে তা নাও হতে পারে । দেখতে হবে যে পপি এতে সুখী কিনা । যদি থাকে তাহলে কোনো সমস্যাই নেই । আসল হল আনন্দে থাকা । ছোট ছোট জিনিস থেকে সুখ ; নিঙরে নেওয়া । সেটা বন্দী হলেও সম্ভব । কে কীভাবে দেখে, সেরকম আর কি ।

পপি , নিজে অনেক স্বপ্ন গেঁথে রেখেছে ওর ছোট্ট বুকে । আর সেই কল্পনার তরী বেয়েই, রোজ তার জীবন শুরু হয় । সকালে মায়ের মুখটা দেখে আনন্দ হয় । সারাদিনে দেখা হয়না । আবার রাতে দেখা হয় । বাকি সময়টা সে জেলে ঘুরে ফিরে কাটায় । ডার্বি একটা সময় ওকে যৌন শিক্ষা দেয় । আর তারপর খেয়ে দেয়ে মজা করা । সাগরপাড়েও তো ও যেতে পারে ! যায়ও । সেখানে গিয়ে ভেসে আসা নুড়ি-পাথর, শাঁখ, ঝিনুক, সিগাল পাখির পালক আর ঝরাপাতা কুড়ায় । সেগুলো নিয়ে তার গন্ধ শোঁকে । বুকে আঁকড়ে থাকে । কারণ ওগুলো বাইরের দুনিয়া থেকে আসে । ওরা বাইরের জগৎ দেখা ; বস্তু । ওরা সেখান থেকেই এসেছে, জেলের প্রাইভেট বীচে । ভেসে অথবা উড়ে । তাই ওদের মূল্য, পপির কাছে অনেক ।

এক অফিসার , ক্লাউড্ আঙ্কেল জেলের বাগানে অনেক পপি ফুলের গাছ লাগিয়েছে । পপির জন্য । ফুল খুব সুন্দর । পপির মনে হয় । আসলে নিজের নাম তো তাই একটু বেশি ভালোলাগে ।

ওদের জেলে কাউকে মারা হয়না । কারণ সেরকম দাগী আসামী কেউ নেই । আসলে পিয়াল দ্বীপে তো ক্রাইম ছিলো না । এখন ক্রাইম হতে শুরু করেছে পাঁচমেশালি

মানুষ আসায় । তাই যারা আছে তারা মোটামুটি নিরীহ আসামী । একেবারে কয়েকশো লোক খুন করে এসেছে কিংবা শিশুদের পিস্ পিস্ করে কেটে ফেলেছে এমন কেউ নেই । রেপ্ কেস্ও কম । বেশিরভাগ স্মাগলিং, চুরি , রাজনৈতিক বন্দী আর ওর মায়ের মতন বিপ্লবের কেস্ ! তাই ফিজিক্যাল টর্চার প্রায় হয়ই না । কয়েদীরা এখনও অবধি কেউ পালাবার চেষ্টা করেনি । তবুও জেল তো জেলই ! তাই না ? সেখানে একটা শিশু বেড়ে উঠছে শুনতেও কেমন লাগে ।

এদের চরিত্রে হয়ত পরে, অনেক ফাঁক ফোকড় থেকে যাবে কিন্তু পপির ক্ষেত্রে- সে খুশী । মায়ের কাছে আছে । নিজের স্বপ্নের জগতে বিচরণ করেই সে সুখী ।

এইটুকু বয়সেই সে অনেক পরিণত । অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে । আর সেক্স নিয়েও এখন চর্চা করছে । কেবল ডার্বি যদি একটু আকারে রোগাটে আর ছোট হত । বড্ড ভারী ওর শরীরটা !! হোঁৎকা দেহটা ওর নরম দেহে লাগিয়ে, হুপ্ হুপ্ শব্দ করে ঘষে । কী হয় কে জানে ! পপির তো কিছু হয়না এতে ।

কয়েদীরা ঝামেলা করলে, সে তাদের ছুঁড়ে ফেলে এক একটা সেলে । তবেই বোঝে সে কেমন !

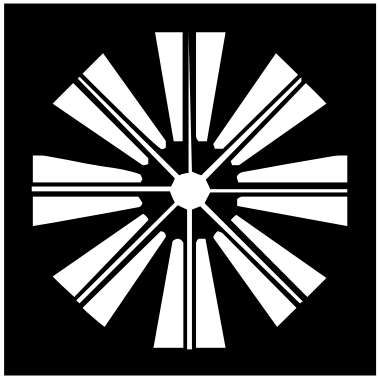

সেই পপির-ই একদিন সারাটা হাত ও পা ;দগাদগে হয়ে গেলো । শুরু হয় ছোট্ট একটা ঘা দিয়ে । আস্তে আস্তে হাতে ও পায়ে পচন । **তারপর কোনো ওষুধেই না সারা ঘা ; একটি ।**

জেলের চিকিৎসক সাফ্ জানালো যে এর কোনো ওষুধ নেই । সোনালী মানুষের ফাটানো, ভয়াবহ বোমার কারণে এইসব হয়েছে আর অন্য পাঁচটা দ্বীপবাসীর মতনই এই ছোট্ট মেয়েটার । তার কোনো চিকিৎসা করাই সম্ভব নয় । হয়ত দীর্ঘদিন সামুদ্রিক শাঁখের বিষ লেগে লেগে ওর এমন হাল হয়েছে ।

সোনালী মানুষেরা, ওকে এই জেলে বন্দিনী করেছে সুরক্ষার জন্য । কিন্তু তেজস্ক্রিয়তার ভয়াল রূপ থেকে এই আকাশ- বাতাসও মুক্ত নয় ।

কাজেই পপির এমন দশা হয়েছে ।

সোনি এখন সারাদিন কাঁদে । ওর সবকিছুই বৃথা গেলো । মেয়েটার এমন অবস্থা ! আর কতদিন বাঁচবে কেউ বলতে পারছে না ।

আস্তে আস্তে তার হাত দুটো ও পদযুগল ক্ষয়ে গেলো আর খসে পড়লো । চোখগুলো কেমন কোটরে ঢুকে গেলো । শেষকালে সেখানেও দুটি গর্ত । আর মণি, পল্লব কিছুই নেই ।সামুদ্রিক মাছ ও জীব এর মতনই পপির দেহও মারাত্মক বিষের ছোবল থেকে রক্ষা পেলো না ।

পপিকে দেখে এখন মনে হয় একটা জ্যান্ত লাশ । তার হাত ও পা নেই । কেবল ক্ষয়াটে দেহ, যার অর্ধেক অংশ জুড়ে দগদগে ঘা । চোখের কোটরে গর্ত । ওকে দেখে মাঝে মাঝে, জেলের লোকেদের মনে হয় যেন কোনো ভূতের ছানা এসে বাসা বেঁধেছে কারাগারের

মধ্যে । ওকে ছুঁয়ে দেখতে কারো সাহস হয়না । কিন্তু মনে হয় ওকে স্পর্শ করে দেখে-- যে সত্যি ও মানুষ নাকি প্রেতিনী !

সোনি স্ট্যানটন্ শুধুই কাঁদে । বুকে চাপড় মেরে মেরে কাঁদে । সেই কান্না শুনে বুঝি সমুদ্রও, নিজ ঢেউ বাড়িয়ে দেয় । লজ্জায় । কারণ সোনির চোখের জল , সাগরের জলের চেয়েও পরিমানে অনেক বেশি হয়ে দেখা দেয় !

বাচ্চা মেয়ে , স্বপ্নপুরে বাস করা সরল কিশোরীটি বোঝেনা তার কী অপরাধ ! কেন সে জেলে বন্দিনী আর কেনই বা এখন সে অন্ধ আর বিকলাঙ্গ ! ছোট থেকে তার মাও জেলে । বাবা নিঁখোজ ।

আর পপিরই বয়সী সেইসব সোনালী অফিসারের ছেলেমেয়েরা ; খুশীতে মাতাল- আপন ভূমিতে । ওদের বাবারা আধুনিক অস্ত্র পেয়েছে যার বোতাম টিপে পুরো এক একটা দেশকে, মূহুর্তের মধ্যে শেষ করে দেওয়া যায় ।

তাই ওদের বাসায় বিরাট পার্টি হচ্ছে । হুইস্কি ও ভড্কার বন্যা বয়ে চলেছে । ছেলেমেয়েগুলো সুস্থ ও সুন্দর । সোনালী চুল ও রং , নীল অথবা সি-গ্রীন রং এর দুই নয়ন আর ফ্যাশান শোয়ের পোশাকে সুসজ্জিত ওরা ; কত হাসছে দেখো ! কি ভীষণ আনন্দ ওদের । ওদের বাবারাই তো এক একটি পট্কা ফাটিয়েছিলো , পিয়াল দ্বীপের নানান অংশে ।আর সফল হয়েছে ।

তাই ওরা খুশীতে নাচছে । জোড়ায় জোড়ায় ।

আর ওদের বাবারাও সুখী । কারণ দন্ডে দন্ডিত পিয়ালোদের, শিশুরা আর একা একা বাইরে ঘোরে না । কিড্ন্যাপ করেনা ওদের কেউ , রেপ্ করেনা । সরকার ওদেরকে মায়েদের সাথেই রেখেছে । ওদের মধ্যে অনেকেই বেড়ে উঠছে ভালো করে । সুরক্ষিত থেকে **।আসলে সেফ্টিটা বেশি দরকারি ।**

কারাগারের আড়ালেই ওরা সেফ্ । কাজেই কোনো তর্ক করে লাভ নেই । মায়েদের সাজা শেষ হলে ; ওরাও মুক্ত সমাজে চলে আসবে । আর ফূর্তি করবে ।

তাই সোনালী মানুষেরা আজ আনন্দে মেতেছে ।

--এনজয়, লেটস্ হ্যাভ ফান্ ।।।

জোড়ায় জোড়ায় নাচছে ওরা । বইছে মদের ফোয়ারা । কারণ ওরা শিশুদের সেফ্ একটা বাসস্থান দিতে পেরেছে । তাই আজ ওদের উৎসবের দিন ।।একে অন্যকে জাপটে ধরে বলছে ---কাম্ অন্ ,লেটস্ সেলিব্রেট । আমরা একটা মাইলস্টোন পার করেছি । কয়েদীদের অনাথ হওয়া শিশুদের ; আমরা একটা আপনঘর দিতে পেরেছি । ওরা সুস্থ ও সুরক্ষিত থাকবে সেখানে । হ্যাঁ, লৌহকপাটের আড়ালেই ।

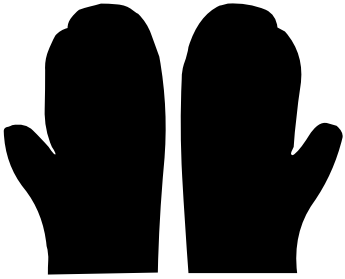

“I call upon the scientific community in our country, those who gave us nuclear weapons, to turn their great talents now to the cause of mankind and world peace.” ----Ronald Reagen

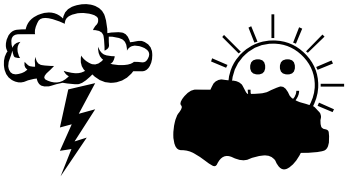

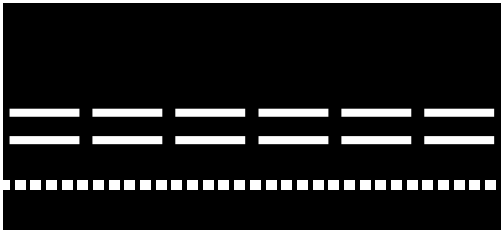

Post-শেষ

THE END